প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাক-কথন

বিকেএসপি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রশিক্ষণার্থী এবং এতদ্বসংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরুপে পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন করা হয়। বিকেএসপি'র মত ব্যতিক্রমধর্মী একটি আবাসিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালাসমূহ সময় এবং চাহিদার প্রয়োজনে সংযোজন, সংশোধন অথবা পরিমার্জন হতে থাকে। বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং সময়োপযোগী নীতিমালা থাকা একান্ত অপরিহার্য বিবেচনায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের প্রয়োজনে এই নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০০৯ সনে অনুষ্ঠিত বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরসএর ২০তম সভায় বিকেএসপি পরিচালনার জন্য অগ্রগণ্য যেমন, প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, কলেজের প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিষয়াদী, প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার প্রদান ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এ সকল বিষয়ে সরকার অনুমোদিত পরিপূর্ণ কোন নীতিমালা না থাকায় একজন উপ-সচিবকে আহবায়ক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিকেএসপির নীতিমালা পর্যবেক্ষণ এবং খসড়া নীতিমালা প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বিকেএসপি মহাপরিচালকের স্বাক্ষরে স্মারক নং-বিকেএসপি/প্রশাসন-১/৮৬২/ ২২৮ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি'২০১০ সনে এক অফিস আদেশ জারি করা হয়। এ আদেশে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো.আনোয়ারুল ইসলাম সরকারকে আহবায়ক করে বিকেএসপির ৫জন কর্মকর্তা যথাক্রমে মো. নূরুল ইসলাম উপ-পরিচালক (প্রশাসন), মো. নজরুল ইসলাম রুমী উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ), আইনুন নাহার-উপাধ্যক্ষ, মো. রেজাউল করিম- সহকারী অধ্যাপক এবং মো. কাওসার আলী, সিনিয়র কোচ (হকি) এর সমন্বয়ে বিকেএসপির নীতিমালা পর্যবেক্ষণ এবং খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত কমিটি গঠন করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি ২০১০ সনের মার্চ হতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৭মাস ব্যাপী ১১টি সভায় মিলিত হয়ে উল্লিখিত ৫টি বিষয়ের উপর খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করেন যা ০২ জানুয়ারি ২০১২ সনের বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরসের ২৫তম সভায় অনুমোদন লাভ করে।

বিকেএসপি বোর্ডঅব গভর্ণরস কর্তৃক অনুমোদিত এ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে এবং বিকেএসপির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন এ নীতিমালা অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। সময়ের প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংযোজন হতে পারে।

বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরস কর্তৃক নীতিমালা অনুমোদন সংক্রান্ত কার্য বিবরণীর সার সংক্ষেপ ।

স্মারক নং-৩৪.০৪.০২০০.০১১.০০.০৫২.০৯-৮৯ তারিখ: ২৪ জানুয়ারি, ২০১২খ্রিস্টাব্দ ।

সভার নাম: বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরসের ২৫তম সভা ।

সভাপতি: জনাব মো. আহাদ আলী সরকার, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ।

স্থান: সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ।

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০১২খ্রিস্টাব্দ । সময়: বিকাল ৩.০০ঘটিকা ।

গত ০২ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিঃ রবিবার, বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরসের ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরসের সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আহাদ আলী সরকার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন । সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং প্রতিনিধিগন;

(১) জনাব মাহবুব আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(২) ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৩) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোরশেদুল হক, এনডিসি, এফডব্লিউসি, পিএসসি (প্রতিনিধি) চেয়াম্যান, গভর্ণিং বডিস অব ক্যাডেট কলেজেস ।	-সদস্য
(৪) লেঃ কর্নেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, পিএসসি (প্রতিনিধি) চেয়ারম্যান, সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	-সদস্য
(৫) জনাব মোঃ শফিক আনোয়ার, সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (প্রতিনিধি) চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ।	-সদস্য
(৬) মিসেস ফেরদৌস আরা খানম, উপ-মহাসচিব (প্রতিনিধি) মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন	-সদস্য
(৭) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম এম সালেহীন, এনডিসি, পিএসসি মহাপরিচালক, বিকেএসপি ।	-সদস্য-সচিব

সভার আলোচ্যসূচী নং-১ (গ) ঃ গত ১৩/০৩/২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৪তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ ও অনুমোদন অনুযায়ী তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণার্থীদের বেতন পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সভার আলোচ্যসূচী নং-৪ঃ বিকেএসপি প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর খসড়াকৃত ০৫টি নীতিমালা অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন সুবিধা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ০৫টি নীতিমালা ২০তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সভায় খসড়াসমূহ পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন করা হয় । কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে উক্ত নীতিমালাসমূহ সদয় অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয় ।

(ক) বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি নীতিমালা । (খ) প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা নীতিমালা । (গ) বিকেএসপির কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা । (ঘ) বিকেএসপি কলেজের প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক নীতিমালা । (ঙ) বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা ।

সিদ্ধান্ত: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) টি নীতিমালা নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয় ।

স্বাক্ষরিত/১৫-০১-২০১২
(মোঃ আহাদ আলী সরকার)
প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
এবং সভাপতি বোর্ড অব গভর্ণরস, বিকেএসপি, জিরানী, সাভার, ঢাকা ।

প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২

সূচীপত্র

অধ্যায়- ১	**বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি নীতিমালা**	**পৃষ্ঠা**
	২। সংজ্ঞাসমূহ	৫
	৩। ভর্তির নির্বাচন পদ্ধতি	৫
	৪। ভর্তি কমিটি	৭
	৫। অনুমোদন	৭
	৬। আবেদন করার নিয়মাবলী	৭
	৭। ভর্তি পরবর্তী সুবিধাদী	৮
	৮। ভর্তি পরবর্তী মূল্যায়ন পদ্ধতি	৮
অধ্যায়- ২	**প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা নীতিমালা।**	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	১১
	৩। কাউন্সিলিং	১২
	৪। দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ	১২
	৫। কমিটি গঠন	১৪
অধ্যায়- ৩	**বিকেএসপির কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা**	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	১৩
	৩। প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার/সুবিধা	১৪
	৪। প্রশিক্ষণার্থী সম্মানী/সুবিধা	১৫
	৫। প্রশিক্ষণার্থী ক্রীড়া সামগ্রী সুবিধা	১৬
	৬। মেধাবী প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার /সুবিধা	১৬
অধ্যায়- ৪	**বিকেএসপি কলেজের প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক নীতিমালা**	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	১৭
	৩। আয়ের প্রত্যয়নপত্র	১৮
	৪। কলেজ ফিস নির্ধারণ	১৮
	৫। কলেজ ফিস পরিশোধ ও গ্রহণ পদ্ধতি	১৯
	৬। প্রশিক্ষণার্থীদের ফিস প্রদানের হার	১৯
	৭। জরিমানা ধার্য ও গ্রহণ পদ্ধতি	১৯
	৮। জামানত নির্ধারণ, গ্রহণ, ফেরত ও বাজেয়াপ্তকরণ	১৯
অধ্যায়- ৫	**বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা**	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	২১
	৩। বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া	২১
	৪। প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন	২২
	৫। চূড়ান্ত পর্যায়	২২

অধ্যায়-১
বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি নীতিমালা ।

ভূমিকা:

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়ার একটি ব্যাতিক্রমধর্মী অনন্য প্রতিষ্ঠান। খেলাধুলায় সম্ভাবনাময় এবং প্রতিভাবান নবীন খেলোয়াড় অন্বেষণ এবং বাছাইপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্য পূরণে ক্রীড়া বিজ্ঞানভিত্তিক বুনিয়াদী, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৪র্থ শ্রেণী হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৃত ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন খেলোয়াড় নির্বাচন অত্যাবশ্যক। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজতর ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে "বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির নীতিমালা" থাকা প্রয়োজন; বিধায় এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ:

(ক) বিকেএসপি: বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ২(ট) অনুয়ায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

(খ) প্রশিক্ষণার্থী: প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদ: দীর্ঘ মেয়াদ বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণী হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

(ঘ) গ্রেড: গ্রেড বলতে বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের বছরে ৩ পর্বে সম্পন্নকৃত ক্রীড়া নৈপূণ্যের মূল্যায়নের মান বোঝাবে। গ্রেড-এ শতকরা ৮০% ও তদুর্ধ্ব নম্বর, গ্রেড-বি ৭০%-৭৯% এবং গ্রেড-সি ৬৯% এবং তদ্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর বোঝাবে।

(ঙ) প্রত্যাহার: প্রত্যাহার বলতে ক্রীড়া নৈপূণ্য ও সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসরতা এবং স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক অযোগ্যতার কারনে বিকেএপি থেকে প্রশিক্ষণার্থীর স্থায়ীভাবে অপসারণ বোঝাবে।

৩। ভর্তির নির্বাচন পদ্ধতি:

(ক) নিয়মিত ভর্তি।
(খ) প্রকল্প বা অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড় ভর্তি।
(গ) বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রতিভাবান খেলোয়াড় ভর্তি।

ক. নিয়মিত ভর্তির পদ্ধতি:

(I) নিয়মিত কার্যক্রমে প্রতি বছরের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কমপক্ষে দুটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা অথবা ইংরেজি) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
(II) ভর্তিচ্ছু প্রশিক্ষণার্থী যে শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সেই শ্রেণীতে ভর্তি হতে হবে।
(III) আবেদনকারীকে ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন হতে হবে।
(IV) প্রার্থীর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

(V) নিম্নের ছকে প্রদত্ত শর্তাবলী অনুযায়ী খেলোয়াড় বাছাই সম্পন্ন করা হবে;

শ্রেণী	খেলার নাম	ছেলে এবং মেয়ে	ভর্তির বছরে ১ জানুয়ারিতে বয়স	উচ্চতা	
				ছেলে কমপক্ষে	মেয়ে কমপক্ষে
৪র্থ	সাঁতার, জিমন্যাস্টিক্স ও বক্সিং	সাঁতার ও জিমন্যাস্টিক্স	১০ বছর	৪/-৮//	৪/-৭//
৫ম	সাঁতার, জিমন্যাস্টিক্স ও বক্সিং	সাঁতার ও জিমন্যাস্টিক্স	১১ বছর	৪/-১০//	৪/-৮//
৬ষ্ঠ	সাঁতার, জিমন্যাস্টিক্স, টেনিস বক্সিং, আর্চারী ও জুডো	সাঁতার,জিমন্যাস্টিক্স,ও টেনিস, আর্চারী ও জুডো	১২ বছর	৫/	৪/-৯//
৭ম	বাস্কেটবল		১৩-১৫ বছর	৫/-১০//	দ্ধ
৭ম	ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, বক্সিং, টেনিস, শ্যূটিং,আর্চারী ও জুডো	ক্রিকেট, এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার,টেনিস,আর্চারী,শ্যূটিং ও জুডো	১৩ বছর	৫/-১//	৪/-১০//
শ্যূটিং ও জিমন্যাস্টিক্সে উচ্চতা শিথিলযোগ্য ।					

(VI) প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে করণীয়:

(ক) বিকেএসপির ডাক্তার /বিকেএসপি কর্তৃক মনোনীত ডাক্তার, বয়স এবং স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা পরীক্ষা করবেন ।

(খ) বিকেএসপির কোচ ক্রীড়া মেধা যাচাই করবেন;

(গ) ক্রীড়া বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ সাধারণ শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহন করবেন ।

(ঘ) নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শ্রেণী ভিত্তিক লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে ।

খ. প্রকল্প বা অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড় ভর্তির পদ্ধতি:

(I) বিশেষ প্রকল্প বা ক্ষেত্র বিশেষে দেশের প্রতিটি জেলা হতে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী খেলা ভিত্তিক উপযুক্ত খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে ।

(II) ৩.ক (V) এর ছক অনুযায়ী খেলোয়াড়দের বাছাই করা হবে;

(III) খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকেএসপির ডাক্তার কর্তৃক বয়স নির্ধারণ, ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক সাধারণ শারীরিক যোগত্যার পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট কোচ কর্তৃক খেলার বিষয়ে পারদর্শীতা ও যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শ্রেণী ভিত্তিক লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে ।

গ. বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রতিভাবান খেলোয়াড় ভর্তি পদ্ধতি:

(I) জাতীয় পর্যায়ে বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রতিভাবান (ব্যক্তিগত অথবা দলগত সাফল্য অর্জনকারী) খেলোয়াড়দের বিকেএসপিতে ভর্তির জন্য পরীক্ষাগ্রহণ করে নির্বাচিতদের ভর্তি করা হবে ।

(II) ৩.ক (V) এর ছক অনুযায়ী খেলোয়াড়দের বাছাই করা হবে;

(III) খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকেএসপির ডাক্তার কর্তৃক বয়স নির্ধারণ, ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক সাধারণ শারীরিক যোগত্যার পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট কোচ কর্তৃক খেলার বিষয়ে পারদর্শীতা ও যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শ্রেণী ভিত্তিক লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে ।

৪। ভর্তি কমিটি ঃ

নিম্নোক্ত কমিটি প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদমর্যাদা
১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	সভাপতি
২	অধ্যক্ষ	সদস্য
৩	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৪	উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
৫	প্রতি খেলার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান	সদস্য
৬	ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান	সদস্য
৭	চিকিৎসা কর্মকর্তা	সদস্য
এই কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।		

৫। অনুমোদন:

ভর্তি কমিটির সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৬। আবেদন করার নিয়মাবলী;

(ক) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ৪ (চার) কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবিসহ নাম, পিতা ও মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, জাতীয়তা, জন্ম তারিখ, বয়স, ধর্ম, অধ্যয়নরত স্কুলের নাম ও শ্রেণী, ফোন নং, খেলাধুলায় পারদর্শিতা সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং যে খেলায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে খেলার নাম উল্লেখ পূর্বক আবেদন পত্র সাদা কাগজে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিরানী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯ ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি দাখিল করতে হবে।

(খ) কোন কারণে ইন্টারভিউ কার্ড না পেলে ৪ (চার) কপি ছবি ও প্রেরিত/দাখিলকৃত আবেদন পত্রের ফটোকপি প্রদর্শন করে পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) একজন প্রশিক্ষণার্থী কেবল একটি খেলাতেই ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

৭। ভর্তি পরবর্তী সুবিধাদী;

(ক) বিকেএসপি একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক প্রতিষ্ঠান। ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেলে অবস্থান করা বাধ্যতামূলক।

(খ) প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে বিকেএসপি কর্তৃক পুরষ্কার/বৃত্তি/অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়া হবে।

(ঘ) বিকেএসপির নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস নির্ধারণ করা হবে।

৮। ভর্তি পরবর্তী মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

(ক) খেলোয়াড়দেরকে ভর্তির সময় হতে ১ (এক) বছরের জন্য (পর্যবেক্ষণমূলক) অস্থায়ীভাবে ভর্তি করা হবে।

(খ) এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে ক্রীড়া মেধা মূল্যায়নে উত্তীর্ণ খেলোয়াড়গন পরবর্তী বছরের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে।

(গ) "সি গ্রেড" প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের বিকেএসপি হতে প্রত্যাহার করা হবে।

(ঘ) ভর্তির পর যে কোন সময়ে মেডিক্যেল টেস্টে অযোগ্য খেলোয়াড়দের বিকেএসপি হতে প্রত্যাহার করা হবে।

অধ্যায়-২
প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা নীতিমালা ।

ভূমিকা

ক্রীড়া ও সাধারণ শিক্ষাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ একান্ত অপরিহার্য। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন, উন্নত আচরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের প্রতিও বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সুকুমার বৃত্তির সার্বিক বিকাশের অপরিহার্য দায়িত্ব পালনার্থে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল।

২। সংজ্ঞাসমূহ:

ক) বিকেএসপি: বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ২(ট) অনুয়ায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোঝাবে।

খ) আচরণ: আচরণ বলতে বিকেএসপিতে অবস্থানকালিন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে বিকেএসপির সুব্যবস্থাপনার জন্য কাঙ্খিত সুশৃঙ্খল ও শোভন আচরণ বোঝাবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থী: প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদ: দীর্ঘ মেয়াদ বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণী হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঙ) গ্রেড: গ্রেড বলতে বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের বছরে ৩ পর্বে সম্পন্নকৃত ক্রীড়া নৈপূণ্যের মূল্যায়নের মান বোঝাবে। গ্রেড-এ শতকরা ৮০% ও তদুর্ধ্ব নম্বর, গ্রেড-বি ৭০%-৭৯% এবং গ্রেড-সি ৬৯% এবং তদ্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর বোঝাবে।

চ) তিরষ্কার: তিরষ্কার বলতে অভিযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে কোচ/শিক্ষক বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা কর্তৃক আচরণ পরিপন্থি সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে পত্র প্রেরণকে বোঝাবে।

ছ) সতর্কীকরণ: সতর্কীকরণ বলতে ক্রীড়া নৈপূণ্য মূল্যায়নে প্রশিক্ষণার্থী গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে, লেখাপড়ায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে এবং কর্তৃপক্ষের ন্যায়ানানুগ নির্দেশ অমান্য করলে প্রশিক্ষণার্থীকে/অভিভাবককে পত্র প্রেরণকে বেঝাবে।

জ) চূড়ান্ত সতর্কীকরণ: চূড়ান্ত সতর্কীকরণ বলতে প্রশিক্ষণার্থীর ক্রীড়া নৈপূণ্য মূল্যায়নে দ্বিতীয় পর্বে গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে অথবা প্রশিক্ষণার্থী বারংবার একই অপরাধ করলে অথবা কৃত অপরাধের পর অধিকতর গুরুতর অপরাধ করলে প্রশিক্ষণার্থীকে/ অভিভাবককে পত্র প্রেরণকে চূড়ান্ত সর্তকীকরণ বেঝাবে।

ঝ) জরিমানা: জরিমানা বলতে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে আচরণ পরিপন্থি কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে নগদ অর্থ আদায় বোঝাবে।

ঞ) প্রত্যাহার: প্রত্যাহার বলতে ক্রীড়া নৈপূণ্য ও সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসরতা এবং স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক অযোগ্যতার কারনে বিকেএপি থেকে প্রশিক্ষণার্থীর স্থায়ীভাবে অপসারণ বোঝাবে ।

ট) জামানত ও অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত : জামানত বাজেয়াপ্ত বলতে প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তির সময় জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ প্রশিক্ষণার্থীর কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বিকেএসপির তহবিলে জমা করা বোঝাবে। অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত বলতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত মালামাল/সামগ্রী জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা বোঝাবে।

ঠ) বহিষ্কার : বহিষ্কার বলতে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে জামানত বাজেয়াপ্তসহ বিকেএসপি থেকে স্থায়ীভাবে অপসারণ করা বোঝাবে।

ড) স্বেচ্ছাপরিত্যাগ: স্বেচ্ছাপরিত্যাগ বলতে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক অননুমোদিতভাবে বিকেএসপি পরিত্যাগের অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া বা নিজেকে ক্রীড়া অথবা লেখা পড়ায় অনগ্রসর প্রমাণের চেষ্টাকরা অথবা অন্য যেকোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকেএসপি পরিত্যাগ করা বোঝাবে।

ঢ) নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকা: নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকা বলতে বিকেএসপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত এলাকা সমূহকে বোঝাবে।

ণ) প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন পর্ব: প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন পর্ব বলতে প্রতিবছরে ৪মাস মেয়াদের ৩টি সময়কাল বোঝাবে।

ত) প্রেপ ক্লাস: প্রেপ ক্লাস বলতে প্রশিক্ষণার্থীর সান্ধ্যকালিন পাঠ প্রস্তুতি ক্লাসকে বোঝাবে।

৩। কাউন্সিলিং: সাধারণভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নিয়মিত কাউন্সিলিংএর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে খেলাধুলা/লেখাপড়া/আচরণগত অস্বাভাবিক ঔদাসিন্যতা বা অমনোযোগিতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত কাউন্সিলিং কমিটির মাধ্যমে সংশোধন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন:

(ক) বিভাগীয় প্রধান, স্পোর্টর্স সাইকলজি- আহবায়ক

(খ) সংশ্লিষ্ট কোচ।

(গ) সংশ্লিষ্ট শ্রেণী শিক্ষক।

৪। দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ:

(ক) তিরস্কার: নিম্নলিখিত আচরণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে তিরস্কার করা হবে;

(I) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সহপাঠি (অগ্রজ/অনুজ) সহ অন্য কারো সাথে অশোভন অমার্জিত আচরণ করলে।

(II) প্রশিক্ষণে, শ্রেণী কার্যক্রমে, প্রতিষ্ঠানের যেকোন নির্ধারিত কার্যক্রমে বিলম্বে উপস্থিত হলে।

(III) প্রশিক্ষণ, শ্রেণী কার্যক্রমসহ প্রতিষ্ঠানের যেকোন নির্ধারিত কার্যক্রমে বিকেএসপি নির্ধারিত পোশাক পরিধান না করলে।

(IV) নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় গমন করলে।

(V) যথাযথভাবে চুল, নখ, না কাটলে, সেভ না করলে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী পরিপাটি না থাকলে।

(VI) হাউসে (হোস্টেলে) যাথাসময়ে যথাস্থানে অবস্থান না করলে এবং নিজ কক্ষসহ সংলগ্ন স্থান পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি না রাখলে।

(খ) সতর্কীকরণ: নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে সতর্ক করা হবে:

(I) ক্রীড়া মেধা মূল্যায়নের প্রথম পর্বে গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে।

(II) লেখাপড়ায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে।

(III) কর্তৃপক্ষের ন্যায়ানানুগ নির্দেশ অমান্য করলে।

(IV) বিকেএসপি কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় গমন করলে।

(গ) চূড়ান্ত সতর্কীকরণ: নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করা হবে:

(I) দ্বিতীয় পর্বে গ্রেড-সি এবং পূর্বে সতর্ক পত্র প্রাপ্ত হলে ।

(II) তিরষ্কার ও সতর্কপত্র প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী আচরণ/শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের পুনরাবৃত্তি করলে ।

(III) ১৫দিনের অধিক অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকলে ।

(III) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে ।

(IV) বিকেএসপির সম্পদ বিনষ্ট করলে ।

(VI) অননুমেদিত ভাবে এবং অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলে ।

(VII) মোবাইল ফোন, এমপিথ্রি প্লেয়ার, ওয়াকম্যান, ক্যাসেট/সিডি, ক্যামেরা সহ কোন প্রকার অবৈধ ঘোষিত, সামগ্রী বা পোষাক পরিচ্ছদ পাওয়া গেলে ।

(VIII) কলেজ ফিস ২ কিস্তির অধিক বকেয়া থাকলে ।

(ঘ) জরিমানা: নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে জরিমানা করা হবে:

(I) প্রশিক্ষণ, শ্রেণী কার্যক্রম এবং প্রেপ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০ (একশত) টাকা জরিমানা করা হবে ।

(II) বিকেএসপির যেকোন সম্পদ বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ করা হলে চূড়ান্ত সতর্কীকরণসহ বিনষ্টকৃত বা ক্ষতিগ্রস্থকৃত সম্পদের মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে ।

(III) ছুটি পরবর্তী অননুমোদিতভাবে যেকোন ধরনের বিলম্বে প্রত্যাবর্তন বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১৫০ টাকা হারে জরিমানা করা হবে তবে বিলম্ব বা অনুপস্থিতির যৌক্তিক কারণ প্রমাণ সাপেক্ষে জরিমানা মওকুফ/শিথিলযোগ্য ।

(ঙ) প্রত্যাহার: নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠান হতে প্রত্যাহার করাহবে:

(I) দ্বিতীয় পর্বের ক্রীড়া নৈপূণ্য মূল্যায়নে চূড়ান্ত সতর্কপত্র প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর বর্ষ শেষে ক্রীড়ামান উন্নয়নে ব্যর্থ হলে ।

(II) শারীরিক অসুস্থতা, আঘাতজনিত অসুস্থতা বা অন্য কোন অসমর্থতার কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অক্ষম হয়ে একাধারে দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকলে; তবে অসুস্থতা বা আঘাত প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিকেএসপির চিকিৎসা কর্মকর্তা/ক্রীড়া চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট কোচ এর মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যাহার রহিত করা যাবে ।

(III) শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা এবং এস.এস.সি. পরীক্ষায় পর পর ২ বার অকৃতকার্য হলে ।

(চ) জামানত ও অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীর জামানত ও অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত হবে:

(I) শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বহিষ্কৃত প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তির সময় জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে ।

(II) প্রতিষ্ঠান ঘোষিত অবৈধ মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রী বহন , সেবন অথবা ব্যবহার করলে উক্ত মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রী বাজেয়াপ্তসহ প্রয়োজনে বিনষ্ট করা হবে ।

(ছ) বহিষ্কার : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠান হতে বহিষ্কার করা হবে:

(I) প্রশিক্ষণার্থীকে কোন অপরাধের জন্য পূর্বে বর্ণিত তিরস্কার, সতর্ক, চূড়ান্ত সতর্ক ও জরিমানা করা সত্ত্বেও অভ্যাসগতভাবে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে ।

(II) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা,কর্মচারী, সহপাঠি (অগ্রজ/অনুজ) সহ অন্য কারো সাথে অশোভন/অমার্জিত অসদাচারণ এবং শারীরিকভাবে আঘাত/লাঞ্ছিত করলে ।

(III) নেশা জাতীয় দ্রব্য বহন ও সেবন করলে ।
(IV) পারষ্পরিক অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে ।
(V) বিনানুমতিতে কোন ক্লাব,সমিতি, ফেডারেশন, ক্রীড়া সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থার পক্ষে প্রতিযোগিতা/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে ।
(VI) কলেজ ফিস ৩ কিস্তির অধিক বকেয়া থাকলে ।

(জ) স্বেচ্ছা পরিত্যাগজনিত দণ্ড: নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠান হতে স্বেচ্ছা পরিত্যাগজনিত দণ্ড প্রদান করা হবে:

(I) প্রশিক্ষণার্থী স্বেচ্ছায় অনগ্রসর প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ অথবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ হতে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে বিকেএসপি পরিত্যাগের অপচেষ্টায় লিপ্ত হলে ।
(II) ক্রীড়া অথবা লেখা পড়ায় অনগ্রসর প্রমাণের চেষ্টা করলে অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকেএসপি পরিত্যাগ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলে ।
(III) কোন প্রশিক্ষণার্থী যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে অনগ্রসর প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তবে বিকেএসপি অবস্থানকালিন তার জন্য ব্যয়িত অর্থের সমপরিমান অর্থ ক্ষতিপূরণ আদায় পূর্বক তাকে বহিষ্কার করা হবে ।
(IV) এক্ষেত্রে প্রতিমাসে ৭০০০(সাত হাজার) টাকা খরচ হিসেবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে এবং এ টাকা হতে কলেজ ফিস বাবদ পরিশোধিত টাকা বাদ যাবে ।

৫ । কমিটি গঠন:

কোন প্রশিক্ষণার্থীকে বহিষ্কার/প্রত্যাহার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নোক্ত কমিটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন:

ক) পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	- সভাপতি
খ) অধ্যক্ষ	- সদস্য
গ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	- সদস্য

(কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোচ, শ্রেণী শিক্ষক, চিকিৎসক, ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানী কো-অপ্ট করতে পারবে)

কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক চূড়ান্ত অনুমোদন এবং পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন ।

অধ্যায়-৩
বিকেএসপির কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা ।

ভূমিকা:

দক্ষিণ এশিয়ার একটি ব্যাতিক্রমধর্মী অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুবিদিত। নিরবচ্ছিন্ন এবং শ্রমসাধ্য অনুশীলনের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সুশিক্ষিত খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীগন সদাসচেষ্ট। ক্রীড়াসহ লোখাপড়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তথা দেশের সুনাম অর্জনের প্রয়াসে এ প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর উদ্যোগী ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বা পুরস্কার প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

সুযোগ সুবিধা তথা পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর উদ্যোগী ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার পাশাপশি কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন; বিধায় “ বিকেএসপি‘র কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা” প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ:

ক) বিকেএসপি ঃ বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ২(ট) অনুয়ায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

খ) প্রশিক্ষণার্থী ঃ প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

গ) দীর্ঘ মেয়াদঃ দীর্ঘ মেয়াদ বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণী হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঘ) কৃতি প্রশিক্ষণার্থী ঃ কৃতি প্রশিক্ষণার্থী বলতে বার্ষিক ক্রীড়ামেধা মূল্যায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদকে বোঝাবে।

ঙ) শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কারঃ ক্রীড়া ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্রীড়া মূল্যায়নসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের সাফল্যলাভের জন্য দেয় পুরস্কার বোঝাবে।

চ) সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থঃ বিকেএসপি‘র দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণার্থী অথবা দলের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ক্লাব, ক্রীড়া সংস্থা, ক্রীড়া ফেডারেশন অথবা অন্য কোন মাধ্যম হতে সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থ বোঝাবে।

ছ) মেধাবী প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কারঃ বিকেএসপিতে অধ্যয়নরত দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের লেখাপড়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের কৃতিত্বের জন্য দেয় পুরস্কার বোঝাবে।

জ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বলতে একাধিক দেশের সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ফেডারেশনের মধ্যে অনুষ্ঠিত স্বীকৃত এবং পূর্বনির্ধারিত প্রতিযোগিতাসমূহকে বোঝাবে যেমন:

পর্যায়-১: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: অলিম্পিক গেমস, বিশ্বকাপ/বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপ ইত্যাদি ।

পর্যায়-২: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়াকাপ/ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ ইত্যাদি ।

পর্যায়-৩: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: সাফ গেমস ।

ঝ) আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ঃ আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বলতে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে অনুষ্ঠিত বিকেএসপি দল/খেলোয়াড় এবং সংশ্লিষ্ট দেশের নির্বাচিত দল/খেলোয়াড়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা বোঝাবে ।

ঞ) জাতীয় প্রতিযোগিতা (সিনিয়র) ঃ জাতীয় প্রতিযোগিতা (সিনিয়র) বলতে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তৃক সিনিয়র পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতা বোঝাবে ।

ট) জাতীয় প্রতিযোগিতা (জুনিয়র) ঃ জাতীয় প্রতিযোগিতা (জুনিয়র) বলতে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জুনিয়র পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতা বোঝাবে ।

৩। প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার/সুবিধা:

ক) প্রতি বছর খেলাধুলায় কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগের কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বার্ষিক ক্রীড়া পারদর্শিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে ”শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার” প্রদান করা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্রসহ যথাক্রমে ২০,০০০ (বিশ হাজার), ১০,০০০ (দশ হাজার) এবং ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে ।

খ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় দল অথবা জাতীয় যুব/জুনিয়র দলের পক্ষে খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলে তার কলেজ ফিস এক বছরের জন্য মওকুফ করা হবে ।

গ) জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রেকর্ড গড়লে/ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ঘোষিত হলে/ চ্যাম্পিয়ন বা সেরা দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে পুরস্কার হিসেবে এক বছরের কলেজ ফিস ছাড় দেয়া হবে ।

ঘ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের এসটিডি-২৮ এ রক্ষিত ১ কোটি টাকার সুদ এর প্রাপ্ত অর্থ হতে অথবা বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে অর্থ/পুরস্কার প্রদান করা হবে;

ক্রমিক নং	প্রতিযোগিতা	চ্যাম্পিয়ন/স্বর্ণ		রানারআপ/রৌপ্য		তৃতীয়/ব্রোঞ্জ		মন্তব্য
		দলগত (প্রতিজন)	একক	দলগত (প্রতিজন)	একক	দলগত	একক	
১.	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা **পর্যায়-১**	১০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০	২০০০০০	২৫০০০	১০০০০০	
	পর্যায়-২	৫০,০০০	২০০০০০	৩০০০০	১০০০০০	১০০০০	৫০০০০	
	পর্যায়-৩	২৫০০০	৫০০০০	১৫০০০	২০০০০	-	১০০০০	
২.	আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	৫০০০	২০০০০	৩০০০	১০০০০	২০০০	৫০০০	৫ এবং এর অধিক স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের ৪০০০০টাকা পুরস্কার সহ ১০ এবং এর অধিক পদক প্রাপ্তদের বিকেএসপি ব্লেজার প্রদান করা হবে।
৩.	জাতীয় প্রতিযোগিতা (সিনিয়র)	৩০০০	১০০০০	২০০০	৫০০০	১০০০	৩০০০	৫ এবং এর অধিক স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের ২০০০০টাকা পুরস্কার সহ ১০ এবং এর অধিক পদক প্রাপ্তদের বিকেএসপি ব্লেজার প্রদান করা হবে।
৪.	জাতীয় প্রতিযোগিতা (জুনিয়র)	২০০০	৫০০০	-	-	-	-	৫ এবং এর অধিক স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের ১০০০০৳ পুরস্কার সহ ১০ এবং এর অধিক পদক প্রাপ্তদের বিকেএসপি ব্লেজার প্রদান করা হবে।

৪। প্রশিক্ষণার্থী সম্মানী/সুবিধাঃ

(ক) একক / দলগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থের ৭০% সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে মান অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

(খ) প্রাপ্ত নগদ অর্থের ১৫% সংশ্লিষ্ট খেলার প্রশিক্ষক, ২১/২% খেলার গ্রাউন্ডসম্যান এবং ২১/২% অন্যান্য গ্রাউন্ডসম্যানদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

(গ) প্রাপ্ত নগদ অর্থের ১০% প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে জমা হবে এবং প্রশিক্ষণ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করা হবে।

৫। প্রশিক্ষণার্থী ক্রীড়া সামগ্রী সুবিধা:

সকল প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তির অব্যবহিত পর ক্রীড়া বিভাগ অনুসারে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে নিম্নের ক্রীড়া সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে:

খেলার বিষয়	ক্রীড়া সামগ্রীর নাম এবং পরিমান								
	ট্রাকস্যুট	টিশার্ট/জার্সী	কেডস/বুট	মোজা/হুজ	হাফপ্যান্ট গেন্জী/জুডো ড্রেস	রানিংসু/হকিসু/ বক্সিং সু	বল	ব্যাট/হকি স্টিক/র‍্যাকেট/বক্সিং গ্লোভস/ ক্যাপ ও গগলস	কাস্টিউম ও প্যান্টি/জ্যাকেট/ব্যাটিং প্যাড ও গ্লোভস
আর্চারী	১সেট	২টি	১জোড়া	২জোড়া					
এ্যাথলেটিক্স	১সেট	১টি	১জোড়া	২জোড়া	২সেট	১জোড়া			
বক্সিং	১সেট	২টি	১জোড়া	২জোড়া		১জোড়া		১জোড়া	
বাস্কেটবল	১সেট	২টি	১জোড়া						
ক্রিকেট	১সেট	২টি	১জোড়া				১টি	১টি	১সেট
ফুটবল	১সেট	১টি	১জোড়া	২জোড়া			১টি		১সেট -মেয়েদের
জিমন্যাস্টিকস	১সেট		১জোড়া	২জোড়া	১সেট-ছেলেদের				
হকি	১সেট	২টি		২জোড়া		১জোড়া		১টি	
জুডো	১সেট	১টি	১জোড়া	২জোড়া	১সেট				
শ্যূটিং	১সেট	১টি	১জোড়া	২জোড়া					১টি
সুইমিং	১সেট	১টি	১জোড়া	২জোড়া				১সেট	১টি
টেনিস	১সেট	১টি	১জোড়া	২জোড়া				১টি	

৬। মেধাবী প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার /সুবিধা :

মেধাবী প্রশিক্ষণার্থীদের একবছরের বেতন ছাড়/ অর্থ পুরস্কার নিম্নোক্তভাবে প্রদান করা হবে:

(ক) বার্ষিক/পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/ এস.এস.সি/এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয়ে গড়ে ৭০% নম্বর প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীকে এক বছরের বেতন ছাড় দেয়া হবে ।

(খ) বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয়ে গণিত এবং ইংরেজীতে পৃথকভাবে ৬০% নম্বর প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০ টাকা নগদ পুরষ্কার প্রদান করা হবে।

অধ্যায়-৪
বিকেএসপি কলেজের প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক নীতিমালা ।

ভূমিকা:

বিকেএসপি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৬ সাল হতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি তাদের আবাসন, খাদ্য, ক্রীড়া সরঞ্জামসহ দেশে বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি সকল কার্যক্রম সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্যাতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখানে অধ্যয়নরত দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের কলেজ ফিস তাদের অভিভাবকগনের আয় অনুযায়ী ধার্য করা হয়। অপরদিকে ভর্তি ফিস, জামানত, সেসন চার্জ, মেডিকেল ফিস ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রে সমহারে ধার্য করা হয়। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কলেজ ফিস, জামানত, মেডিকেল ফিস, জরিমানা , ক্ষতিপূরণ আদায়, মওকুফ, বাজেয়াপ্ত , ফেরৎ প্রদান সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়াদির জটিলতা নিরসনের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ:

ক) বিকেএসপি: বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ২(ট) অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

খ) প্রশিক্ষণার্থী: প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

গ) দীর্ঘ মেয়াদ: দীর্ঘ মেয়াদী বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণী হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঘ) ভর্তি ফিস: ভর্তির সময় বিকেএসপি কর্তৃক নির্ধারিত এবং অভিভাবক কর্তৃক ভর্তি বাবদ দেয় ফিস বোঝাবে।

ঙ) জামানত: জামানত বলতে প্রশিক্ষণার্থীর অভিভাবক কর্তৃক ভর্তির সময় এককালীন দেয় নির্দিষ্ট পরিমান (ফেরতযোগ্য) অর্থ বোঝাবে।

চ) কলেজ ফিস: দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের অভিভাবকগনের আয় অনুযায়ী ধার্যকৃত এবং বছরে চার কিস্তিতে বিকেএসপিকে পরিশোধযোগ্য অর্থ বোঝাবে।

ছ) সেসন চার্জ: ভর্তির পরবর্তী বছর থেকে এবং বছরের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে গৃহীত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বোঝাবে।

জ) মেডিকেল ফিস: প্রতি বছরের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীর চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের জন্য তাদের নিকট থেকে মেডিকেল চার্জ বাবদ গৃহিত অর্থ বোঝাবে।

ঝ) আচরণ: আচরণ বলতে বিকেএসপিতে অবস্থানকালিন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে বিকেএসপির সুব্যবস্থাপনার জন্য কাঙ্খিত সুশৃঙ্খল ও শোভন আচরণ বোঝাবে।

ঞ) জরিমানা: আচরণ পরিপন্থী কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে অফেরৎযোগ্য নগদ অর্থ বোঝাবে।

ট) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় ফিস: সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি, বি স্পোর্টস ইত্যাদি পরীক্ষা সমূহের রেজিস্ট্রেসন ও ফর্ম পূরণ বাবদ বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিস হিসাবে দেয় অর্থ বোঝাবে।

ঠ) মওকুফ: মওকুফ বলতে প্রশিক্ষণার্থীর খেলা অথবা পড়ালেখায় সাফল্যের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে মওকুফকৃত কলেজ ফিস বোঝাবে।

ড) বাজেয়াপ্ত: বাজেয়াপ্ত বলতে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে ভর্তির সময় জামানত(ফেরৎযোগ্য) হিসেবে জমাকৃত অর্থ প্রশিক্ষণার্থীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অথবা আচরণ পরিপস্থি কাজের জন্য বিকেএসপির তহবিলে স্থায়ীভাবে জমা করা বোঝাবে।

ঢ) অভিভাবক: প্রশিক্ষণার্থীর পিতা এবং পিতার অবর্তমানে মাতা অথবা তাদের অবর্তমানে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক মনোনীত অভিভাবককে বোঝাবে।

৩। আয়ের প্রত্যয়নপত্রঃ

(ক) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্ত শাসিত/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি অভিভাবকদের মাসিক আয় কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধান/ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা/ আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা দ্বারা প্রত্যায়িত হতে হবে। বেসরকারী চাকুরীজীবি ও অন্যান্য পেশার অভিভাকদের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দ্বারা প্রত্যায়িত হতে হবে। পিতা এবং মাতা উভয়ে চাকুরীজীবি হলে উভয়ের আয় প্রত্যয়ন পত্রে সন্নিবেশিত করতে হবে।

(খ) মূল বেতন, পেশাগত ভাতা অথবা পেশাগত আয়, ভূ-সম্পদলব্ধ আয়, নিজস্ব বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের প্রত্যয়ন পত্র বিকেএসপির নির্ধারিত ফর্মে প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের পিতা-মাতার অবর্তমানে মনোনীত অভিভাবকদের আয়ের প্রত্যয়নপত্র অনুযায়ী কলেজ ফিস নির্ধারণ করা হবে।

৪। কলেজ ফিস নির্ধারণ ঃ

(ক) পিতা-মাতার পৃথক পৃথক আয়ের উৎস থাকলে অধিকতর বেতনভোগীর পূর্ণ আয় এবং নিম্নতর বেতনভোগীর আয়ের এক চতুর্থাংশ সাকুল্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) নিম্ন বর্ণিত তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণার্থীদের বেতন নির্ধারণ করা হবে।
প্রথম ধাপঃ আয় ৫০০০/-টাকা পর্যন্ত সর্বনিম্ন মাসিক কলেজ ফিস ৫০০/- টাকা।
দ্বিতীয় ধাপঃ আয় ৫০০১-১৫০০০/-টাকা পর্যন্ত মাসিক কলেজ ফিস আয়ের ১০%।
তৃতীয় ধাপঃ আয় ১৫০০১/-টাকার ঊর্ধ্বে হলে মাসিক কলেজ ফিস আয়ের ১০% তবে সর্বোচ্চ কলেজ ফিস ৫০০০/- টাকার ঊর্ধ্বে হবে না।

(গ) যদি একাধিক ভাই/বোন বিকেএসপিতে অধ্যয়নরত থাকে, তবে কনিষ্ঠ জনের কলেজ ফিস ৫০% ছাড় দেয়া হবে। অগ্রজের পাঠ সমাপন কিংবা পাঠে ধারাবাহিকতায় বিচ্যুতি ঘটলে এই 'ছাড়' প্রযোজ্য হবে না।

(ঘ) বিকেএসপির স্থায়ী কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর এক সন্তানের কলেজ ফিস কলেজ কর্তৃপক্ষ মওকুফ করতে পারবেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রযোজ্য হবে না।

ঙ) কলেজ ফিস প্রয়োজনবোধে পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

চ) কলেজ ফিস নির্ধারণ কমিটি: কমিটি প্রশিক্ষণার্থীর ফিস নির্ধারণ করে অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট পেশ করবেন:

(১)	অধ্যক্ষ, বিকেএসপি কলেজ	- আহবায়ক
(২)	বিকেএসপির প্রশিক্ষণ শাখার প্রতিনিধি	- সদস্য
(৩)	বিকেএসপির কলেজ শাখার প্রতিনিধি	- সদস্য
(৪)	বিকেএসপির হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	- সদস্য

৫। কলেজ ফিস পরিশোধ ও গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

(ক) ধার্যকৃত কলেজ ফিস বছরে চার কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। প্রথম কিস্তি জানুয়ারী- মার্চ, দ্বিতীয় কিস্তি এপ্রিল-জুন, তৃতীয় কিস্তি জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং চতুর্থ কিস্তি অক্টোবর-ডিসেম্বর ।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের ধার্য্যকৃত ১ম কিস্তির টাকা বিকেএসপির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির টাকা কিস্তি শুরুর পূর্ববর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(গ) কলেজ এবং অন্যান্য ফিসের অর্থ নির্ধারিত রশিদ বই পূরণ পূর্বক বিকেএসপিতে নগদ অথবা উত্তরা ব্যাংক, বিকেএসপি শাখায় নগদ অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

৬। প্রশিক্ষণার্থীদের ফিস প্রদানের হারঃ

(ক) ভর্তি ফিস	-২০০০/ টাকা (ভর্তিকালীন)।
(খ) জামানত	- ৫,০০০/- টাকা (ভর্তিকালীন এবং ফেরতযোগ্য)।
(গ) মেডিকেল ফিস	- ৩০০/- টাকা (বাৎসরিক)।
(ঘ) পরীক্ষার ফিস	- ১৫০/- টাকা (বাৎসরিক)।
(ঙ) সেসন চার্য	- ১৫০০/ টাকা (ভর্তির পরবর্তি বছর থেকে কার্যকর হবে)।
(চ) ম্যাগাজিন ফিস	- ৫০/ টাকা (বাৎসরিক)।
(ছ) লাইব্রেরী ফিস	-১০/ টাকা (বাৎসরিক)।
(জ) বেতন বই	-১০/ টাকা (প্রতিটি বই)।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড ফিস- বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত।

৭। **জরিমানা ধার্য ও গ্রহণ পদ্ধতি ঃ** প্রশিক্ষণার্থীদের ধার্যকৃত কলেজ ফিসের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে নিম্নবর্ণিত হারে জরিমানা প্রদান করতে হবেঃ

(ক) কিস্তি শুরুর প্রথম দিন হতে প্রতিদিন ১.০০ টাকা হারে একমাস এবং প্রতিদিন ১.৫০ হারে দুই মাস পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হবে।

(খ) দ্বিতীয় কিস্তি পর্যন্ত জরিমানাসহ অর্থ পরিশোধ না করলে ভর্তি বাতিল করা হবে অথবা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠান হতে বহিস্কার করা হবে। এই মর্মে অভিভাবক বরাবর ১৫(পনের) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক পত্র প্রদান করা হবে।

৮। জামানত নির্ধারণ, গ্রহণ, ফেরত ও বাজেয়াপ্তকরণ ঃ

(ক) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভর্তিকালীন নির্ধারিত ৫,০০০/- টাকা ব্যাংকে নগদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

(খ) আচরণ পরিপন্থি কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রশিক্ষণার্থী বহিস্কৃত হলে তার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

(গ) অভিভাবক কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রত্যাহার করা হলে সেক্ষেত্রে জামানতের সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষে জামানতের অর্থ ফেরৎ দেয়া হবে।

(ঙ) খেলাধুলায় বা সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসরতা অথবা শারীরিক কিংবা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যাহার হলে জামানতের অর্থ ফেরৎ দেয়া হবে।

অধ্যায়-৫
বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা।

ভূমিকা:

বিকেএসপি একটি অনন্য সাধারণ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ করতঃ দীর্ঘ মেয়াদী বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ শেষে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আরও পাঁচটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ, বাছাই এবং বিকাশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করা সহ মূল কেন্দ্রের সহায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ:

ক) বিকেএসপি ঃ বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ২(ট) অনুয়ায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

খ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলতে বিকেএসপি, ঢাকা ব্যতিত দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বিকেএসপির কেন্দ্রসমূহকে বোঝাবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থী ঃ প্রশিক্ষণার্থী বলতে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

৩। বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

(ক) বোর্ড অব গভর্নরস এর অনুমোদন সাপেক্ষে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি প্রধান খেলার ও অন্যান্য খেলার প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারিত হবে।

(খ) গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও পত্র পত্রিকা) প্রচার/পোস্টার/মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে খেলোয়াড় বাছাই ও নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান প্রচার করা হবে।

(গ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকেএসপি কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে প্রাথমিক বাছাই ও নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(ঘ) আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা/আন্তঃ বিভাগ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/বিকেএসপি আয়োজিত প্রতিযোগিতা হতে এবং স্থানীয় ক্রীড়া শিক্ষক, কোচ, ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(ঙ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে।

(চ) খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটি হবে নিম্নরূপ:

I. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা - আহবায়ক
II. বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক - সদস্য
III. জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা - সদস্য
IV. বিকেএসপি মনোনীত চিকিৎসক - সদস্য
V. বিকেএসপি/আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোচ - সদস্য-সচিব

৪। প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

(ক) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত এবং ভর্তিকৃত খেলোয়াড়দেরকে ভর্তির সময় হতে ১ (এক) বছরের জন্য পর্যবেক্ষণমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(খ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন করে বাছাইকৃত সেরা ১০ জনকে বিকেএসপি, ঢাকায় পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে। অবশিষ্ট ২০ জনের মধ্যে বার্ষিক মূল্যায়নে যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখে অনগ্রসর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

(গ) প্রশিক্ষণার্থীদের সাধারণ শিক্ষার জন্য নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে অথবা পর্যায়ক্রমে শিক্ষক নিয়োগ করে তাদের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষাসহ অন্যান্য বিষয় বিকেএসপি, ঢাকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

(ঙ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে এবং ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও পাঠদান করা হবে।

(চ) নিম্নের ছক অনুযায়ী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে:

প্রথম বছর	৬ষ্ঠ শ্রেণী	৩০	=	৩০ জন
দ্বিতীয় বছর	৬ষ্ঠ+৭ম শ্রেণী	৩০+১০	=	৪০ জন
তৃতীয় বছর	৬ষ্ঠ+৭ম + ৮মশ্রেণী	৩০+১০+১০	=	৫০ জন
চতুর্থ বছর	৬ষ্ঠ+৭ম+৮ম+৯মশ্রেণী	৩০+১০+১০+১০	=	৬০ জন
পঞ্চম বছর	৬ষ্ঠ+৭ম+৮ম+৯ম+১০মশ্রেণী	৩০+১০+১০+১০+১০	=	৭০ জন

৫। চূড়ান্ত পর্যায়ঃ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এসএসসি উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীর মধ্য হতে উচ্চ মানের (হাই পারফরমার) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিকেএসপি, ঢাকাতে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বৎসরের প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হবে।

৬। এ নীতিমালার বহির্ভূত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিকেএসপির নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।